দৈনিক বাংলা

29 DEC 1991

তারিখ 29 DEC 1991
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

●শিক্ষাঙ্গনে ৬০০ সংঘর্ষ ●শ্রমিক সংঘর্ষ ৩০০

সন্ত্রাসের বিভীষিকা

আবদাল আহমদ ঃ সমাজে সন্ত্রাস এখন এক বিভীষিকা। সন্ত্রাস সর্বত্র– শিক্ষাঙ্গনে, মিলকারখানায়, বাণিজ্য কেন্দ্রে, হাট-বাজারে, টার্মিনালে। শহর, নগর এমনকি নিভৃত গ্রামে পর্যন্ত এখন সন্ত্রাসের থাবা বিস্তৃত।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এখন দানবীয় রূপলাভ করেছে। লেখাপড়ার স্থান দখল করেছে এখন সন্ত্রাস। খাতা কলম–পেন্সিলের বদলে বুলেট আর বারুদই যেন শিক্ষাঙ্গনের উপকরণ।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণে শুধু জীবনহানীই ঘটছে না– অসংখ্য ছাত্র–যুবক আহত হচ্ছে। এমনকি অনেকে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসের কারণে শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ আর নেই। স্বাভাবিক হয়েছে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড।

সন্ত্রাস সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, ১৯৭২ সালের জুলাই মাস থেকে এ পর্যন্ত গত ২০ বছরে দেশেরশিক্ষাঙ্গন-সমূহে প্রায় সাড়ে ৬শ বড় ধরনের সশস্ত্র ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে ১৭৩ জন। এরমধ্যে ১৫ থেকে ২০ জন পথচারী ছাড়া বাকী সবাই ছাত্র। এসব সংঘর্ষে আহত হয়েছে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার ছাত্র–যুবক। মিলকারখানা ও টার্মিনালে ১৯৮৩ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩শ সশস্ত্র শ্রমিক সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে ৮৭ জন শ্রমিক–কর্মচারী। গত দশ বছরে প্রায় ৪ হাজার ব্যক্তি দুর্বৃত্তের হাতে খুন হয়েছে। এরমধ্যে প্রায় ৩শ জনই রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের শিকার।

সন্ত্রাসের কারণে বর্তমানে প্রায় ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়। রয়েছে মেডিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। সন্ত্রাসের কারণে একটি পরীক্ষা ৯ বার পর্যন্ত পিছিয়ে যাবার রেকর্ড রয়েছে। পুলিশ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তল্লাশী চালিয়েছে, অস্ত্র উদ্ধার করেছে এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারও করেছে। কিন্তু সন্ত্রাস থামছে না।

স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। দেশে এখন গণতন্ত্র। কিন্তু সন্ত্রাসের পরিবর্তন হয়নি। গত ৬ মাসে দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহে ১৭৮টি সশস্ত্র সন্ত্রাস হয়েছে। এ সন্ত্রাসে ১৩ জন ছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে দেড় হাজার ছাত্র–যুবক। এরমধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়েছে ১০৫ জন, পঙ্গু হয়েছে ৫ (শেষ পৃঃ ২–এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাঙ্গনে ৬০০ সংঘর্ষ শ্রমিক সংঘর্ষ ৩০০

(প্রথম পৃঃ পর)

জন। এসব সংঘর্ষের সময় আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিবর্ষণ হয়েছে দেড় হাজার রাউণ্ড। বোমাবাজী হয়েছে ৪'শ। এ হিসাব পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের দিক দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবার শীর্ষে। এরপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০ সালের জুলাই থেকে ১৯৯০ এর জুন পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে ৫ বছরই বন্ধ ছিল। এরশাদের পতনের কয়েক মাস আগেও পর পর [illegible] বার সন্ত্রাসের কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] হয়েছে। সন্ত্রাসের কারণে ১৯৯[illegible] সালের ৩১ জুলাই থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর [illegible] ২৭ অক্টোবর থেকে ৭ [illegible] পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। বর্তমানে সন্ত্রাস বন্ধের দাবীতে শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স বা মাষ্টার্স পরীক্ষা সন্ত্রাসের কারণে ৪ থকে ৫ বার পর্যন্ত পিছানো হয়নি এমন নজীর নেই। চলতি বছরের পরীক্ষা ৭ বার পিছানো হয়েছে। একটি পরীক্ষা ৯ বার পিছানোরও নজীর রয়েছে। সন্ত্রাসের কারণে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭ জন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে আরিফের মত মেধাবী ছাত্র। রয়েছে তুখোড় ছাত্রনেতা। ১৯৮৯ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ জন এবং ১৯৯০ ও ১৯৯১ পর্যন্ত ৭ জন ছাত্র মারা গেছে। অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের ধরতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলগুলোতে পুলিশ ৬৫ দফা তল্লাশী অভিযান চালিয়েছে। পুলিশ সন্ত্রাসীদের ধরেছে, আবার ছেড়েছে।

সন্ত্রাসের ফলে একদিকে জীবনহানী ঘটছে, অন্যদিকে ভেঙ্গে পড়ছে শিক্ষা–ব্যবস্থা। স্বাধীনতার পর পর সর্বপ্রথম বড় ধরনের ছাত্র–হত্যা সংঘটিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসীন হলে। ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সূর্যসেন হলের ৭ জন ছাত্রকে রাতের বেলায় মহসীন হলের টিভি রুমের সামনে দাড় করিয়ে গুলিতে হত্যা করা হয়। ক্যাম্পাসে এটা 'সেভেন মার্ডার' নামে খ্যাত। ১৯৭৭ সালে ইনু ও গোগা নামে দু'জন যুবককে হত্যা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।

গত ৭ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন যেসব ছাত্র ও ছাত্রনেতা তারা হলেন, রাউফুন বসুনিয়া, মাহবুবুল হক বাবলু, শাহাহারুল হক আসলাম, ওয়াদুদ হালিম, আসাদ আহমদ মুন্না, বজলুর রহমান শহীদ মেধাবী ছাত্র আরিফ আহমেদ, লিটন, চুন্নু, মাহবুব, মির্জা, [illegible] ...ন। [illegible] যাদের [illegible]

সন্ত্রাসীই। এরা ছাত্র নয়, ছাত্র নেতাও নয়। শ্রমিক নয়, শ্রমিক নেতাও নয়। রাজনীতির সঙ্গে এদের যোগ নেই। শিক্ষার সঙ্গেও এদের যোগ নেই। এরা নানামহলের ভাড়া খাটে মাত্র। অস্ত্রবাজী এবং সন্ত্রাস করাই এদের পেশা। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলা করার জন্য অদৃশ্য শক্তির ইশারায় টাকার বিনিময়ে এরা ছাত্র হয়ে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করে। মালিকের ভাড়ায় এরা শ্রমিক হয়ে কলকারখানায় ঢোকে। কখনো টাকার জন্যে এরা ব্যবসায়ীদের কাছে অস্ত্রের মুখে চাঁদা আদায় করে, কখনো এরা মাস্তানী করে, ছিনতাই করে এবং হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

এরশাদের স্বৈরশাসনামলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ব্যাপক আকার ধারন করে। ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়ে স্বৈরশাসন সন্ত্রাসীদের শিক্ষাঙ্গনে ঢুকিয়ে দিয়ে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস পাকাপোক্ত করে। সেই সন্ত্রাস এখনো চলছে।